আল-ফিরদাউস সাপ্তাহিকী

সংখ্যাঃ ২৭, ১ম সপ্তাহ, জুন ২০২০

সূচী

‘উগ্রবাদ’ প্রচারের ঝুঁকি বাড়া নিয়ে প্রথম আলোর প্রতিবেদন একটি পর্যালোচনা

আহমাদ উসামা আল-হিন্দ
নির্বাহী সম্পাদক, আল-ফিরদাউস নিউজ

https;//alfirdaws.org

সম্পাদকীয়

গত ১৮ই জুন ‘প্রথম আলো’ নামক পত্রিকাতে প্রকাশিত হয় ‘করোনাকাল : উগ্রবাদ প্রচারের ঝুঁকি বাড়ছে’ শিরোনামের একটি আর্টিকেল। আর্টিকেলটিতে ইসলাম নিয়ে আলোচনা আছে। কেননা, প্রথম আলো গংদের কাছে যেখানেই ‘উগ্রবাদ’, সেখানেই আছে ‘ইসলাম’। আর যেখানে ইসলাম আছে, সেখানে ইসলামপন্থীদের পদচারণা থাকবে এটাই স্বাভাবিক। তাই ইসলামের একজন একনিষ্ঠ অনুসারী হিসেবে ‘প্রথম আলো’ পত্রিকার উল্লিখিত আর্টিকেলটি সংক্ষেপে পর্যালোচনা করতেই আজ লিখছি।

পর্যালোচনার শুরুতে ‘প্রথম আলো’ নামক পত্রিকার ব্যাপারে পাঠকদের জানা থাকা উচিত। ‘দৈনিক প্রথম আলো’; নামটা বেশ চমৎকার হলেও চিন্তাচেতনায় তারা কুৎসিত। নামের সাথে ‘আলো’ থাকলেও কাজকর্মে সদা ‘অন্ধকার’ ছড়িয়ে যাচ্ছে পত্রিকাটি। দেশ ও সমাজকে কলুষিত করতে নিজেদের হিংস্র চিন্তার সব লেখক-লেখিকাকে লেলিয়ে দিয়েছে তারা। এসকল তথ্যসন্ত্রাসী লেখকগোষ্ঠী ইসলামের উপর নগ্ন আঘাত হানছে বার বার, তাদের ইসলামবিদ্বেষী নীতি চক্ষুষ্মান সকলের নিকট পরিষ্কার। পূর্বে আমাদের বিভিন্ন আর্টিকেলে এই ইসলামবিদ্বেষী পত্রিকাটির ব্যাপারে অনেক আলোচনা হয়েছে, তুলে ধরা হয়েছে তাদের ইসলামবিদ্বেষের নানা বিষয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো এখন এই ইসলামবিদ্বেষীরাই আবার মুসলিমদেরকে ইসলাম শেখাতে আসে, ইসলামের কোন ব্যাখ্যা সঠিক আর কোনটি সঠিক নয়—তার মাপকাঠি নির্ধারণ করতে চায় এই ইসলামবিদ্বেষী তথ্যসন্ত্রাসীরা।

আর এসকল সন্ত্রাসীদের মিলনমেলা হিসেবে ‘প্রথম আলো’ নিকৃষ্ট ভূমিকা রেখে আসছে। আমাদের আলোচ্য আর্টিকেলটিতেও মুসলিমদেরকে ইসলাম শেখাতে চেয়েছে আর্টিকেলটির লেখিকা। তাই মূল পর্যালোচনায় যাওয়ার আগে লেখিকা সম্পর্কেও জানা থাকা দরকার, যেনো তার থেকে আমরা কী শিখবো আর কী শিখবো না—তা স্পষ্ট হতে পারি।

‘করোনাকাল : উগ্রবাদ প্রচারের ঝুঁকি বাড়ছে’ শিরোনামের আর্টিকেলটি লিখেছেন ‘জান্নাতুল মাওয়া’ নামক মহিলা। ‘প্রথম আলো’তে তাকে যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ক্যানসাসের রিলিজিয়াস স্টাডিজের গবেষক হিসেবে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। লেখিকার আরেকটি বিশেষ পরিচয়ও প্রথম আলোতে দেওয়া হয়েছে, সেটা হলো— লেখিকা আন্তধর্মীয় সংলাপ ও সম্প্রীতিবিষয়ক কর্মী। আন্তধর্মীয় সংলাপে মূলত সকল ধর্মকেই সঠিক বা সব ধর্মের গন্তব্যই এক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চালানো হয়; যা সুস্পষ্ট কুফুরি। আর ‘প্রথম আলো’তে প্রকাশিত আমাদের আলোচ্য আর্টিকেলের লেখিকা সেই কুফুরি বিষয়ের দিকে আহ্বানকারী এবং এর একনিষ্ঠ কর্মী। এই বিষয়টি মাথায় রেখে আমরা এবার মূল পর্যালোচনায় যেতে পারি ইনশাআল্লাহ।

‘করোনাকাল : উগ্রবাদ প্রচারের ঝুঁকি বাড়ছে’ শিরোনামের আর্টিকেলটিতে বাংলাদেশে উগ্রবাদ ছড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে চিন্তিত এক মহিলার ব্যথিত হৃদয়ের আকুতি ফুটে উঠেছে। মহিলার আলোচনা ছিল মূলত তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে।

এক. ‘উগ্রবাদ’ ছড়িয়ে পড়ার কারণ।
দুই. ‘উগ্রবাদী’রা কীভাবে তাদের মতাদর্শ প্রচার করে।
তিন. ‘উগ্রবাদ’ মোকাবেলায় জোরালো পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আকুতি।

প্রথমত, ‘উগ্রবাদ’ ছড়িয়ে পড়ার কারণ হিসেবে লেখিকা কয়েকটি বিষয়কে ইঙ্গিতে দায়ী করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘করোনাকালীন পরিস্থিতিতে মানুষের সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বহুমুখী হতাশা ও অস্থিরতা আগের চেয়ে বহুগুণে বেড়েছে। এমন পরিস্থিতি মানুষের উগ্রপন্থার দিকে ঝুঁকে যাওয়ার ক্ষেত্র তৈরি করে।’ তার মতে, ‘বাংলাদেশ কোনোভাবেই এই ঝুঁকির বাইরে নয়। সর্বস্তরে ব্যাপক হারে দুর্নীতি, মত প্রকাশ ও বাকস্বাধীনতার পরিসর ক্রমান্বয়ে সংকুচিত করে ফেলা, সুশাসনের অভাব ও আইনের শাসন উপেক্ষিত থাকা, অর্থনৈতিক বৈষম্য ও নিপীড়ন, অভ্যন্তরীণ সংঘাত, দুর্বল শিক্ষাব্যবস্থা এবং দেশের মানুষের মধ্যে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রতি সহনশীলতার অভাব—সবকিছু মিলিয়ে বাংলাদেশ যেকোনো ধরনের উগ্রপন্থা ছড়িয়ে পড়ার সঠিক ক্ষেত্র হিসেবে অনেক আগে থেকেই বিবেচিত হয়ে আসছে। আর এর সঙ্গে বৈশ্বিক রাজনৈতিক অবস্থা তো রয়েছেই।’

অর্থাৎ লেখিকা বলতে চাচ্ছেন, দেশজুড়ে নানাপ্রকার জুলুম এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা থেকে মুক্তি পেতে মানুষ ‘উগ্রবাদে’র দিকে ঝুঁকে পড়ছে, সংগ্রাম করতে চাচ্ছে। আর মানুষের মুক্তির এই সংগ্রামকে লেখিকা বলতে চাচ্ছেন ‘উগ্রবাদ’! কথিত ঐ গবেষক লেখিকার বিশ্লেষণ অনুযায়ী তাহলে, ১৯৭১ সালে যারা পাকি জালিমদের থেকে মুক্তির জন্য লড়াই করেছিল তারা ছিল উগ্রবাদী; আর শেখ মুজিবুর ছিল উগ্রবাদীদের নেতা! কথিত ঐ গবেষক লেখিকা কি কল্পনাতেও শেখ মুজিব সম্পর্কে এমন মন্তব্য করতে সাহস করবেন? মনে হয় না। তবে কেন তিনি বর্তমানে যারা জুলুম থেকে মুক্তির জন্য ইসলামের নির্দেশনা অনুযায়ী লড়াই করছে তাঁদেরকে ‘উগ্রবাদী’ বলেন?! এর কারণ একমাত্র ইসলাম। কেননা, সর্বপ্রকারের জুলুম থেকে মুক্তি পেতে তাঁরা ইসলামকে বেছে নিয়েছেন, ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করছেন। আর এ কারণেই লেখিকার যতো আপত্তি, যতো দুশ্চিন্তা। আপনি যদি প্রথম আলোর ঐ লেখিকাকে বলতেন যে, আমরা জুলুম থেকে বাঁচতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করছি। তাহলে কিন্তু লেখিকা আপনাকে ‘উগ্রবাদী’ বলতেন না। কিন্তু জুলুম থেকে মুক্তির জন্য মুসলিমরা যেহেতু ইসলামকে বেছে নিয়েছেন, ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছেন, তাই ঐ কথিত গবেষক মহিলা তার পুরো আর্টিকেলটাতে মুসলিমদেরকে ‘উগ্রবাদী’ বলে গালি দিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত, ‘প্রথম আলো’র ঐ কথিত গবেষক মহিলা ‘উগ্রবাদী’রা কীভাবে তাদের মতাদর্শ প্রচার করে তা বুঝাতে চেয়েছেন। এ ধাপে গবেষক লেখিকার আসল চেহারা উন্মোচিত হয়েছে। তিনি আসলে কোন ইসলাম প্রচার করতে চান, তাও এ ধাপে পরিষ্কার হয়েছে। ‘উগ্রবাদী’দের প্রচারিত ইসলামের বিরোধিতা করার নামে তিনি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর নাযিলকৃত ইসলামকেই প্রকারান্তরে কটাক্ষ করেছেন। এক্ষেত্রে ‘উগ্রপন্থী’দের মতাদর্শ প্রচারের একটি ‘কৌশল’ হিসেবে লেখিকা উল্লেখ করেছেন, ‘উগ্রপন্থী’রা সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের কাছে ইসলামের প্রথম যুগের গৌরবগাথার বর্ণনা করে এবং মানুষকে ধারণা দেয় যে সেই যুগের সবকিছুই ছিল যথাযথ, কোথাও কোনো সমস্যা ছিল না। আর ‘উগ্রপন্থী’দের এ কথার সাথে লেখিকা যে একমত নন—এটাও সুস্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে তার উপস্থাপনায়।

তিনি বুঝাতে চাচ্ছেন যে, ইসলামের প্রথম যুগেও সমস্যা ছিল! তিনি যেন বলতে চাচ্ছেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে সমস্যা ছিল, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে সমস্যা ছিল, উমর, উসমান ও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুমের শাসনামলে সমস্যা ছিল! নাউযুবিল্লাহ। তার মতে সমস্যা নেই কোথায় জানেন? সমস্যা নেই হলো পশ্চিমাদের প্রচারিত মডারেট ইসলামে।

লেখিকার এই মন্তব্য নিয়ে সম্মানিত পাঠকবৃন্দ একটু চিন্তা করলে সহজেই বুঝতে পারবেন যে, লেখিকা ইসলামের প্রথম যুগ তথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশিদিনের স্বর্ণযুগকে যথাযথ মানতে রাজি নন। তিনি বুঝাতে চাচ্ছেন যে, ইসলামের প্রথম যুগেও সমস্যা ছিল! তিনি যেন বলতে চাচ্ছেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে সমস্যা ছিল, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে সমস্যা ছিল, উমর, উসমান ও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুমের শাসনামলে সমস্যা ছিল! নাউযুবিল্লাহ। তার মতে সমস্যা নেই কোথায় জানেন? সমস্যা নেই হলো পশ্চিমাদের প্রচারিত মডারেট ইসলামে। আর এ বিষয়টি বুঝা যায় তার লেখার পরবর্তী প্যারায়। সেখানে তিনি বলতে চেয়েছেন, পশ্চিমাদের ঔপনিবেশিক যুগ শুরু হওয়ার আগে থেকেই মডারেট ইসলাম চলে আসছে। বহু প্রখ্যাত মুসলিম চিন্তাবিদ নাকি পশ্চিমাদের মতো ইসলামের মডারেট ভার্সনের কথা বলেছেন! যদিও ঐ লেখিকা তার দাবির স্বপক্ষে কোনো ধরনের তথ্য-প্রমাণ উল্লেখ করেননি। যাইহোক, ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা কোনটি আর কোনটা ভুল—সে বিষয়ে মুসলিম উলামাদের

মাঝে পর্যালোচনা হতে পারে, তবে কোনো নাস্তিক্যবাদী কিংবা সেক্যুলারিস্ট এ বিষয়ে কথা বলতে পারেন না। কথিত গবেষক লেখিকা 'উগ্রপন্থী'দের আরেকটি কৌশল বিবৃত করেছেন এভাবে, 'উগ্রপন্থীদের আরেকটি সর্বাধিক ব্যবহৃত কৌশল হলো মুসলিমরা যে সবকিছুর ভিকটিম, তা প্রমাণের চেষ্টা করা। এ ক্ষেত্রে বিশ্বের যেসব দেশে মুসলিমরা সংখ্যালঘু, তাদের উদাহরণ টেনে এনে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশের মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা হয় যে মুসলিমরা পৃথিবীর সব দেশে নির্যাতিত ও নিপীড়িত। এখানেও মুসলিমপ্রধান দেশগুলোর মধ্যে চলমান দ্বন্দ্ব ও নিজেদের মধ্যে হানাহানির বিষয়গুলো উপেক্ষিত থাকে।'
এখানে লেখিকার 'প্রশংসা' না করে পারা যায় না! চতুর উপস্থাপনার মাধ্যমে তিনি কতোটা নিকৃষ্টভাবে মুসলিমদের মগজধোলাই করতে চেয়েছেন তা ভাবতেই ভয়ংকর লাগে। লেখিকা খুব সংক্ষেপে অনেক ঈমানবিধ্বংসী বিষ প্রচারের চেষ্টা করেছেন। তার সেই সংক্ষিপ্ত কথাগুলো থেকে যা বুঝা যায়, তার উপর ভিত্তি করে আমার কিছু প্রশ্ন:

▪ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মুসলিমরা নির্যাতিত, লেখিকা কি এটা অস্বীকার করতে চান? যদি অস্বীকার না করেন তাহলে মুসলিম নির্যাতনের ঘটনাগুলো মুসলিমদের জানালে লেখিকার সমস্যা কোথায়? মুসলিমরা এক দেহের মতো; পৃথিবীর কোথাও কোনো একজন মুসলিম নির্যাতিত হলেও অন্য মুসলিমগণ এ ব্যাপারে সোচ্চার হতে বাধ্য। ইসলামের আল-ওয়ালা ওয়াল বারাআর শিক্ষা এটিই। আর এ আক্বিদা থেকে মুসলিমদের দূরে সরাতেই যে লেখিকা এমন হীন আলোচনা করেছেন, তা কি সুস্পষ্ট নয়?

• পৃথিবীর যেসব দেশে মুসলিমরা সংখ্যালঘু সেখানে মুসলিমদের উপর নির্যাতন করা হয়, এটা লেখিকা স্বীকার করছেন। একইসাথে আবার মুসলিমদেরকে তিনি ভিকটিম হিসেবে মানতেও নারাজ! অর্থাৎ তিনি যেন বলতে চাচ্ছেন, মুসলিমদের হত্যা করা হচ্ছে ঠিক আছে, তবে তারা নির্যাতিত নয়! এভাবেই বিষয়টিকে তিনি উপস্থাপন করেছেন। যেন সংখ্যালঘু মুসলিমদের উপর নির্যাতন কোনো সমস্যাই না, মুসলিমদের এটা নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। আসলেই কি লেখিকা এটা বুঝাতে চান যে, সংখ্যালঘু মুসলিমদের উপর নির্যাতন হতে পারে, এটা কোনো সমস্যা না? আর এ বিষয়ে মুসলিমদের জানানোটাই কি লেখিকার কাছে 'উগ্রপন্থা' মনে হয়?

• লেখিকা বলতে চেয়েছেন, কেবল যেসব দেশে মুসলিমরা সংখ্যালঘু সেখানেই তারা নির্যাতিত হয়। কিন্তু আসলেই কি কেবল সংখ্যালঘু দেশেই মুসলিমরা নির্যাতিত? ফিলিস্তিন, সিরিয়া, ইরাক, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ, আফগানিস্তান, ইয়ামান ইত্যাদি দেশগুলোতে কি মুসলিমরা সংখ্যালঘু? সেখানে কি মুসলিমদের উপর নির্যাতন করা হচ্ছে না? অবশ্য লেখিকা এক্ষেত্রে বলছেন, সেগুলোতে গৃহযুদ্ধ চলছে। মুসলিমরা নিজেদের মাঝে মারামারি করছে! কেননা, লেখিকার মতে অর্থাৎ তিনি যে আন্তধর্মীয় সংলাপের কর্মী সেখানে প্রকৃতপক্ষে কাফের-মুশরিক আর মুসলিমদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। আর তাই, মুসলিমদের দেশগুলোতে দালাল শাসকগোষ্ঠীর মাধ্যমে কাফেররা যে মুসলিমদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে, তা লেখিকার মতে গৃহযুদ্ধ, নিজেদের মাঝে মারামারি।

• লেখিকার কথা থেকে বুঝা যায়, বাংলাদেশে মুসলিমরা ভিকটিম না। অথচ এর আগেই তিনি বাংলাদেশে 'উগ্রপন্থা'র বিস্তারের কারণ হিসেবে বলে এসেছেন যে, সর্বস্তরে ব্যাপক হারে দুর্নীতি, মত প্রকাশ ও বাকস্বাধীনতার পরিসর ক্রমান্বয়ে সংকুচিত করা, সুশাসনের অভাব ও আইনের শাসন উপেক্ষিত থাকা, অর্থনৈতিক বৈষম্য ও নিপীড়ন, অভ্যন্তরীণ সংঘাত, দুর্বল শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদি সমস্যাগুলো বাংলাদেশে বিদ্যমান। এ সমস্যাগুলো কি বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনসাধারণকে ভিকটিম প্রমাণিত করে না? যদি ভিকটিম প্রমাণিত না-ই করে তাহলে লেখিকা কেন এই বিষয়গুলোকে বাংলাদেশে 'উগ্রপন্থা' বিস্তারের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন? লেখিকা কেন মনে করেন, এগুলো বাংলাদেশে 'উগ্রপন্থা' বিস্তারের ক্ষেত্র তৈরি করবে? যাইহোক লেখিকার উল্লেখিত বিষয়গুলো বাদেও বাংলাদেশে মুসলিমদের উপর নির্যাতনের সুস্পষ্ট বহু উদাহরণ আছে। ৫ই মে শাপলা চত্বরে হাজারো মুসলিমদের রক্তের কথা মুসলিমরা ভুলে যায়নি, ভুলে যায়নি ভোলার নবীপ্রেমিক মুসলিমদের বুকে পুলিশের গুলি চালানোর কথা। বাংলাদেশে মুসলিমদের বুকে এভাবে গুলি চালানোর বহু ঘটনা ঘটেছে। তাছাড়া, হিন্দুত্ববাদের দালাল শাসকগোষ্ঠী যে আজ প্রতিটি পদে পদে মুসলিমদেরকে লাঞ্ছিত করছে, বঞ্চিত করছে ন্যায্য অধিকার থেকে—তা দেশবাসীর কাছে পরিষ্কার। লেখা এমনিতেই দীর্ঘ হয়ে যাওয়াই সেসকল লাঞ্ছনা-বঞ্চনার বিষয়গুলো এখানে আর উল্লেখ করতে চাচ্ছি না।

৫ই মে শাপলা চত্বরে হাজারো মুসলিমদের রক্তের কথা মুসলিমরা ভুলে যায়নি, ভুলে যায়নি ভোলার নবীপ্রেমিক মুসলিমদের বুকে পুলিশের গুলি চালানোর কথা। বাংলাদেশে মুসলিমদের বুকে এভাবে গুলি চালানোর বহু ঘটনা ঘটেছে। তাছাড়া, হিন্দুত্ববাদের দালাল শাসকগোষ্ঠী যে আজ প্রতিটি পদে পদে মুসলিমদেরকে লাঞ্ছিত করছে, বঞ্চিত করছে ন্যায্য অধিকার থেকে—তা দেশবাসীর কাছে পরিষ্কার।

লেখিকা সর্বশেষে 'উগ্রপন্থী'দের আরেকটি কৌশল উল্লেখ করেছেন যে, 'উগ্রপন্থী'রা কিয়ামতের আলামত তথা কিয়ামত–পূর্ব সময়ের আগমনের ইঙ্গিত দিয়ে সাধারণ মুসলিমদের 'ভয়াবহ আতঙ্কের' মধ্যে ফেলে দেয়। লেখিকা কিয়ামতের আলামতগুলো নিয়ে আলোচনায় চিন্তিত হওয়ার কারণ হিসেবে আমি যা বুঝলাম তা হলো, লেখিকা আসলে চাচ্ছেন মুসলিমরা যেন কিয়ামতের পূর্বের ফিতনাগুলো সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, মালহামাতুল কুবরা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, গাজওয়াতুল হিন্দ সম্পর্কে যেন এ অঞ্চলের মানুষ বেখবর থাকে, তিনি চাচ্ছেন দাজ্জালকে যেন রব হিসেবে মুসলিমরা সহজেই মেনে নেয়। আর এ চাওয়াগুলোকে সফল করতে চাইলে মুসলিম আলেমদের মুখ চেপে ধরতে হবে, বন্ধ করতে হবে কিয়ামতের পূর্বে সংঘটিত ঘটনাসমূহ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণীর আলোচনা।

সর্বশেষে লেখিকা মূলত সরকারের কাছে আবেদন করেছেন 'উগ্রপন্থী'রা যেন প্রচারণা চালাতে না পারে, 'উগ্রপন্থী'দের দমনে যেন ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তাদের মতে, 'উগ্রপন্থী'দের বাকস্বাধীনতা থাকতে পারবে না, কিয়ামতের আলামতগুলো নিয়ে মুসলিমরা আলোচনা করতে পারবে না। তবে মেয়েদের পিরিয়ড নিয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা করতে হবে, ছেলে-মেয়ে একসাথে বসিয়ে বয়ঃসন্ধিকাল সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে, ধর্ম নিয়ে কটূক্তি করার স্বাধীনতা থাকতে হবে। যে কাজগুলো মূলত 'প্রথম আলোগোষ্ঠী' বীরত্বের সাথে করে যাচ্ছে।

শেষ কথা হলো, 'করোনাকাল: উগ্রবাদ প্রচারের ঝুঁকি বাড়ছে' শিরোনামের লেখাটাতে 'উগ্রবাদী' হিসেবে মূলত প্রকৃত মুসলিমদেরকেই নিকৃষ্টভাবে উপস্থাপন করেছেন লেখিকা। তিনি ইসলাম ও মুসলিমদের কিছু মৌলিক, ঐতিহাসিক এবং বর্তমানের বাস্তবিক সত্য বিষয় এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যেন তার পাঠক সেগুলোকে মিথ্যা হিসেবে মেনে নেয়। তিনি 'উগ্রপন্থী'দের কতগুলো প্রচার কৌশল হিসেবে যা উপস্থাপন করেছেন, সেগুলো অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। তিনি স্বর্ণকে কয়লা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন, তাই বলে আমরা তার কথা মেনে নিয়ে স্বর্ণকে কয়লা বলতে পারি না।

আমাদের জন্য এটা বলার সুযোগ নেই যে, 'উগ্রপন্থী'রা ঐগুলো প্রচার করে না। বরং ঐগুলো প্রচার করাই ঈমানের দাবি।

যেমন লেখিকার মতে, 'উগ্রপন্থী'রা প্রচার করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ ছিল নির্ভুল, খোলাফায়ে রাশিদিনের যুগ ছিল যথাযথ। তো এগুলো যেকোনো প্রকৃত মুসলিমই স্বীকার করতে বাধ্য। আর বর্তমানে মুসলিমরা যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নির্যাতিত এটা 'উগ্রপন্থী'দের প্রমাণ করার কিছু নেই। বরং এটা স্বাধীনভাবেই প্রমাণিত।

'প্রথম আলো গং'রা মুসলিম নির্যাতনের খবর প্রকাশ না করলে এবং 'জান্নাতুল মাওয়া' এর মতো কথিত লেখক-গবেষকরা মুসলিম নির্যাতনকে মিথ্যা দাবি করলেই এটা মিথ্যা হয়ে যাবে না। আর হ্যাঁ, কিয়ামতের আলামত নিয়ে আলোচনা করার ফলে যদি 'জান্নাতুল মাওয়া'দের কষ্ট হয়, তাহলে তারা কান বন্ধ রাখলেই তো পারেন! যেহেতু তারা শান্তিকামী(!), নিরীহ(!) থাকতে পছন্দ করেন! আরেকটি বিষয় জেনে রাখা উচিত, 'প্রথম আলো'দের সরকারের কাছ থেকে মুসলিমরা 'বাকস্বাধীনতা'র অনুমতি প্রার্থনা করে না, করবে না। মুসলিমদের যতোটুকু 'বাকস্বাধীনতা' দরকার, তা বিশ্বজাহানের রব আল্লাহ তা'য়ালাই দিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং, সরকার কী পদক্ষেপ নিবে-না নিবে, সেদিকে ভ্রুক্ষেপও করা হবে না। আল্লাহ যা মানুষের কাছে পৌঁছানোর আদেশ দিয়েছেন, মুসলিমরা সর্বদা তা পৌঁছানোর চেষ্টা করে যাবে ইনশাআল্লাহ।

শেষ কথা হলো, 'করোনাকাল: উগ্রবাদ প্রচারের ঝুঁকি বাড়ছে' শিরোনামের লেখাটাতে 'উগ্রবাদী' হিসেবে মূলত প্রকৃত মুসলিমদেরকেই নিকৃষ্টভাবে উপস্থাপন করেছেন লেখিকা। তিনি ইসলাম ও মুসলিমদের কিছু মৌলিক, ঐতিহাসিক এবং বর্তমানের বাস্তবিক সত্য বিষয় এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যেন তার পাঠক সেগুলোকে মিথ্যা হিসেবে মেনে নেয়। তিনি 'উগ্রপন্থী'দের কতগুলো প্রচার কৌশল হিসেবে যা উপস্থাপন করেছেন, সেগুলো অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। তিনি স্বর্ণকে কয়লা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন, তাই বলে আমরা তার কথা মেনে নিয়ে স্বর্ণকে কয়লা বলতে পারি না।

ফিলিস্তিন

আবারও গাজায় বিমান হামলা চালালো সন্ত্রাসী ইসরাইল, রোগাক্রান্ত বন্দীদের জন্য নেই সঠিক চিকিৎসাব্যবস্থা

ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ফের বিমান হামলা চালিয়েছে ইহুদীবাদী ইসরায়েল। দেশটির প্রতিরোধ সংগঠন হামাসের অবস্থান লক্ষ্য করে এই হামলা চালানো হয়েছে বলে জানিয়েছে মিডিয়া সূত্রগুলো। কিন্তু, তাদের এসকল দাবি মূলত সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য। তারা সাধারণ মুসলিমদের উপর আঘাত হেনেই বলে যে সশস্ত্র কোনো সংগঠনের উপর হামলা করেছে! অথচ প্রকৃত বাস্তবতা হলো, তারা নিয়মিতই সাধারণ মুসলিমদের জান-মাল এবং ইজ্জতের উপর আঘাত হেনে চলেছে।

এর আগে দখলীকৃত পশ্চিমতীর ইসরায়েলি ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনাকে 'যুদ্ধ ঘোষণার শামিল' বলে সতর্ক করেছিল প্রতিরোধ সংগঠন হামাস। গাজার নিরাপত্তা সূত্র হামলার সত্যতা স্বীকার করে জানায় ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান গাজা উপত্যকার দক্ষিণাঞ্চলের খান ইউনুসে এ হামলা চালিয়েছে।

উল্লেখ্য যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন নিয়ে ১ জুলাই থেকে পশ্চিমতীরের দখলকৃত ফিলিস্তিনি এলাকা ইসরায়েলি ভূখণ্ডের অধীনে আনার কাজ শুরুর ঘোষণা দিয়েছে নেতানিয়াহুর কোয়ালিশন সরকার। অন্যদিকে দক্ষিণ ফিলিস্তিনের বিভিন্ন কারাবন্দিদের নিয়ে কাজ করা এনজিও সংগঠন 'সিপিএফপি' জানিয়েছে – দখলদার ইহুদীবাদী ইসরাইলি কারাগারে প্রায় ১৮% বন্দি বিভিন্ন কঠিন রোগে ভুগছেন। এসকল বন্দীদের অনেকেই ক্যান্সার, হার্ট, কিডনি, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ বা অন্যান্য বিভিন্ন কঠিন রোগে আক্রান্ত। কিন্তু এসব রোগীদের ঠিকমত চিকিৎসা না দিয়ে বরং তাদের প্রতি বিভিন্ন অমানবিক আচরণ করছে দখলদার ইহুদীবাদী সন্ত্রাসীরা।

গত ২৫ জুন বৃহস্পতিবার জারি করা এক বিবৃতিতে এই কমিটি আরও জানিয়েছে, বন্দীদের প্রতি আন্তর্জাতিক আইন ও কনভেনশনগুলোর পরিপন্থী বিভিন্ন কাজ করা হচ্ছে এবং গুরুতরভাবে ফিলিস্তিনি মুসলিমরা মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হচ্ছেন।

চীন

মুসলমানদের উপর চীনের জাতিগত নিধনের নতুন ষড়যন্ত্র, ইলেক্ট্রিক শক দিয়ে মুসলিম নারীদের জোরপূর্বক গর্ভপাত

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের নামে চীনের উইঘুর মুসলিম সম্প্রদায়কে জোরপূর্বক জন্ম নিয়ন্ত্রণে বাধ্য করছে চীন। বার্তা সংস্থা এপির অনুসন্ধানে উঠে এসেছে এসব তথ্য। জিনজিয়াং প্রদেশে উইঘুর মুসলিমদেরকে গর্ভপাত ও ভ্রূণ হত্যার মতো জঘন্য কাজে বাধ্য করা হচ্ছে। বেশি সন্তান থাকায় আটকও করা হচ্ছে। সরকারি তথ্য, রাষ্ট্রীয় নথি বিশ্লেষণ আর বন্দী শিবির থেকে ছাড়া পাওয়া প্রায় অর্ধশতাধিক উইঘুরের স্বাক্ষাতকারের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি তৈরি করে এপি।

উইঘুর মুসলিমসহ সংখ্যালঘু জনসংখ্যা কমানোর লক্ষ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যাপকভাবে জোরদার করেছে চীনের কমিউনিস্ট সরকার। সরকারি তথ্য ও খবরে বলা হয়, দুইয়ের অধিক সন্তান থাকলেই দিতে হচ্ছে মোটা অংকের অর্থ। করতে হচ্ছে কারাভোগ। কথিত সংশোধনের নামে ২০ লাখের অধিক উইঘুর মুসলিমকে বন্দী শিবিরে আটকে রেখেছে চীন। তবে, এবার সি চিনপিং সরকারের বিরুদ্ধে এই জনগোষ্ঠিকে কৌশলগতভাবে নির্মূলের অভিযোগ উঠেছে।

বার্তা সংস্থা এপির অনুসন্ধানী প্রতিবেদন বলছে, উইঘুর মুসলিম নারীদের জোর করে জন্মরোধক ওষুধ সেবন, গর্ভপাত ও বন্ধ্যাকরণ কার্যক্রম চালাচ্ছে দেশটির নাস্তিক্যবাদী সরকার।

গুলনার অমিরজাখ নামে এক মুসলিম নারী বলেন, "তারা হুটহাট বাড়িঘরে তল্লাশী চালাতে আসে। আমার তিন সন্তান থাকায় প্রায় তিন হাজার ডলার জরিমানা দিতে বলে। টাকা না থাকায় আমার স্বামীকে বন্দীশালায় নিয়ে যায়। আমাকেও আটকের হুমকি দেয়।" উইঘুর মুসলিমদের অভিযোগ, প্রশাসনের ভয়ে তারা এতোটাই তটস্থ হয়ে থাকেন যে, অনেকে সন্তান নিতেই ভয় পান। গেল বছর সারা দেশে জন্মহার চার দশমিক দুই শতাংশ কমলেও, শিনজিয়াং প্রদেশেই কমেছে ২৪ শতাংশ। আর উইঘুর অধ্যুষিত হোতান আর কাশগর প্রদেশে ৩ বছরে কমেছে ৬০ শতাংশ।

জুমরেত দাউত নামে এক মুসলিম নারী বলেন, "বেশি সন্তান থাকায় আমাকে বন্দীশালায় নিয়ে যাওয়া হয়। জোর করে আমার স্টেরিলাইজেশন অপারেশন করা হয়। যেন চাইলেও সন্তানের মা হতে না পারি। তারা আমাদের শেষ করে দিতে চায়। জানে মেরে ফেলতে পারছে না তাই কৌশলে,ধাপে ধাপে নিঃশেষ করে দিচ্ছে।"
এ বিষয়ে বিভিন্ন বিশ্লেষকরা বলছেন, কঠিন পরিকল্পনা আর কৌশল খাটিয়ে উইঘুর মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণ করছে চিনপিং সরকার। একে ডেমোগ্রাফিক জেনোসাইডও বলছেন অনেকে।

আন্তর্জাতিক বিশ্লেষক আদ্রিয়ান জেন বলেন, 'খুব কৌশল খাটিয়ে উইঘুর মুসলিমদের দমন করা হচ্ছে। জন্মহার কম থাকলে তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হবে, সেইসাথে বহির্বিশ্বের চোখও ফাঁকি দেয়া যাবে তাই এই পথে হাঁটছে চীন সরকার। চীনের এই নীতি সুস্পষ্টভাবে গণহত্যার শামিল।

> **"বেশি সন্তান থাকায় আমাকে বন্দীশালায় নিয়ে যাওয়া হয়। জোর করে আমার স্টেরিলাইজেশন অপারেশন করা হয়। যেন চাইলেও সন্তানের মা হতে না পারি। তারা আমাদের শেষ করে দিতে চায়। জানে মেরে ফেলতে পারছে না তাই কৌশলে, ধাপে ধাপে নিঃশেষ করে দিচ্ছে।"**

দিল্লিতে মুসলিম গণহত্যার অভিযোগপত্র থেকে বাদ প্রধান আসামি, হয়রানি বন্ধে মুসলিমদের বিক্ষোভ

ভারতের বিতর্কিত সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) নিয়ে গত ফেব্রুয়ারিতে দিল্লিতে মুসলিমদের নির্বিচারে গণহত্যার অভিযোগপত্র থেকে বাদ পড়েছে ওই গণহত্যার অন্যতম উসকানিদাতা বিজেপির সন্ত্রাসী নেতা কপিল মিশ্র।ভারতীয় গণমাধ্যম এনডিটিভি জানিয়েছে, এ ঘটনায় তাকে অভিযুক্ত হিসেবে রাখা হয়নি। তবে বক্তব্যের কারণে সে সম্ভাব্য সহ-ষড়যন্ত্রকারী হতে পারে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

গত বছরের ১২ ডিসেম্বর ভারতে কার্যকর হওয়া সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনটিকে (সিএএ) বৈষম্যমূলক আখ্যা দিয়ে ভারতজুড়ে যখন তীব্র বিক্ষোভ চলছিল, ঠিক সেই সময় রাজধানীতে ওই আইনের সমর্থনে মিছিল বের করে বিজেপি। নেতৃত্বে দিয়েছিলো চরম মুসলিম বিদ্বেষী কপিল মিশ্র। মিছিলের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করে ‘শান্তি মিছিল’ বলে প্রচার চালিয়েছিল এই মালাউন সন্ত্রাসী। ওই মিছিলেই নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশে সে গুলি চালাতে আহবান করেছিলে। এসময় টানা কয়েক দিনের তাণ্ডবে মুসলিমদের উপর নির্বিচারে গণহত্যা চালানো হয়। তবুও ওই ঘটনায় কপিল মিশ্রকে অভিযুক্ত করা হয়নি। ২৩ ফেব্রুয়ারি সে সিএএ সমর্থনে মৌজপুরে বিক্ষোভের নেতৃত্ব দেয়। সেখান থেকে তার দেওয়া উসকানির পরেই শুরু হয় দিল্লির মুসলিম গণহত্যা।

অন্যদিকে দিল্লির নিজামুদ্দিনে তাবলীগ জামাতের সমাবেশে যোগ দিতে আসা ১২৯ জন বিদেশী মুসলিমকে চেন্নাইয়ের একটি বন্দী শিবিরে আটকে রাখা হয়েছে। জামিন পাওয়া সত্ত্বেও আটক তাবলীগ সদস্যদের ছাড়া হয়নি বলে জানা গেছে। ভারতে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বিদেশী তাবলীগ সদস্য আটক আছেন, কিন্তু চেন্নাইয়ের মতো বন্দী শিবিরে তাদের রাখা হয়নি কোথাও।

গত মার্চের শুরুর দিকে তামিলনাড়ুর বিভিন্ন জায়গা থেকে এই ১২৯ বিদেশি তাবলীগ জামাত সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। এদের মধ্যে ১২ জন নারীও আছেন। মুসলমানদের উপর আগ্রাসনের ধারাবাহিকতায় আবার ভারতের মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায় একদল হিন্দু সন্ত্রাসী এক গৃহস্থ মুসলিম বাড়িতে হামলা চালিয়েছে। সংবাদ মাধ্যম বেঙ্গল নিউজ সূত্রে জানা যায়, গত রবিবার দুপুরে হিন্দুত্ববাদীরা সাদ্দাম হোসেন, সরজেমা বিবি, সোনাভান খাতুনকে তলোয়ার ও ভোজালি দিয়ে আক্রমণ করে। হামলায় সাদ্দামের পেটের নাড়িভুড়ি বের করে ফেলে। মাথাতেও আঘাত করেছে তার। এক মুসলিম মহিলার স্তন তলোয়ার দিয়ে কেটে দেয়। এমনকি মালাউনদের হাত থেকে রেহাই পায়নি সাদ্দামের গর্ভবতী স্ত্রী সোনা ভান বিবিও। হামলার পর সকলকে গুরুতর আহত অবস্থায় ভালুকা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে অবস্থা খারাপ দেখে কর্তব্যরত ডাক্তাররা মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন।

অন্যদিকে ভারতে বিতর্কিত নাগরিকত্ব আইন সিআইআই, এনআরসি এবং এনআরপির বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী মুসলিমদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে তাদেরকে গ্রেফতার অব্যাহত রেখেছে ভারতীয় মালাউন সরকার। বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারীদের অন্যায়ভাবে হয়রানি বন্ধের প্রতিবাদে গত শুক্রবার আওরঙ্গবাদে বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দিয়েছিল মুসলিম প্রতিনিধি পরিষদের প্রধান জিয়াউদ্দিন সিদ্দিকি। মিল্লাত টাইমসের খবরে বলা হয়েছে, প্রতিবাদ সমাবেশের জন্য অনুমতি চেয়ে আওরঙ্গবাদ প্রশাসনের কাছে একটি আবেদন করা হয়। তাতে বলা হয়েছে, দিল্লিতে বিতর্কিত নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে অংশগ্রহণকারী, সাধারণ মানুষ, জনগণের অধিকারের পক্ষে কথা বলা সাংবাদিক ও আন্দোলনে সমর্থন জানানো ব্যক্তিদের মিথ্যা মামলা দিয়ে অন্যায়ভাবে জেলে বন্দী করা হচ্ছে। তাই এই অন্যায় জুলুম নির্যাতন বন্ধে মুসলিম প্রতিনিধি পরিষদের পক্ষ থেকে ২৬ জুন শুক্রবার বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়েছে।

অপরাধ ও সহিংসতায় বেসামাল আমেরিকা, প্রকাশিত হচ্ছে কাফেরদের কুৎসিত চেহারা

করোনাভাইরাসে বিপর্যস্ত নগরী নিউইয়র্ক এখন নতুন সংকটের সম্মুখীন। অনেকটাই ভেঙে পড়েছে নগরীর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি। নগরীতে হঠাৎ করে বেড়ে গেছে অপরাধ। তবে একটা জাতির আচরণ যে হঠাৎ করেই বদলে যায়নি তা বিনা দ্বিধায় বলছেন বিজ্ঞজনেরা। ঘুমিয়ে থাকা চরিত্রই জেগে উঠেছে সুযোগ বুঝে। অস্ত্র-সহিংসতা ছাড়িয়ে গেছে অতীতের সকল রেকর্ড। গত কয়েক দিনে নিউইয়র্ক নগরীতে গোলাগুলিতে ১০০ জনের বেশি আহত হয়েছে। নগরীর পাঁচ বরোতে নয় দিনে ৮৩টি গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে।

২৮ জুন নিউইয়র্ক পুলিশের দেওয়া বিবরণী থেকে জানা গেছে, চলতি বছর এখন পর্যন্ত ৫০৩টি গোলাগুলির ঘটনার শিকার হয়েছেন ৬০৫ জন।

'ডিফান্ড পুলিশ' নামের আন্দোলন জোরালো হওয়ার পর নগরীর অপরাধপ্রবণতায় নতুন মাত্রা পেয়েছে। এনওয়াইপিডির কমিশনার ডারমট শিয়া গত সপ্তাহে জানিয়েছেন, নগরীতে খুন পাঁচ বছরের রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। আগের বছরের চেয়ে এ পর্যন্ত ৪২ শতাংশের বেশি লোক এ নগরীতে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। এনওয়াইপিডির পুলিশ ইউনিয়ন বলেছে, রাজনীতিকেরা অপরাধীদের কাছে আত্মসমর্পণ করে ফেলেছেন। নগরীর মেয়র ও সিটি কাউন্সিল স্পিকার কোরি জনসন এসব ঘটনার জন্য দায়ী বলে ইউনিয়নের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে।

নিউইয়র্কে করোনা-পরবর্তী সময়ে কর্মহীন লোকের সংখ্যাও বেড়েছে। ২৫ মে মেনিয়াপোলিসে কৃষ্ণাঙ্গ জর্জ ফ্লয়েডের মৃত্যুর পর নাগরিক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সারা আমেরিকায়। নিউইয়র্কে এ আন্দোলনের সুযোগে ব্যাপক লুটতরাজ হয়েছে। বিপুলসংখ্যক পুলিশ আহত হওয়ারও নিউজ পাওয়া গিয়েছে। এভাবে সারা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে সন্ত্রাস করা আমেরিকা এবার নিজ দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছে।

বাংলাদেশে

ঠুনকো অজুহাতে বেনাপোল বন্দর দিয়ে আমদানি বন্ধ করলো ভারত, দুই বাংলাদেশীকে পিটিয়ে জখম

করোনাভাইরাসের অজুহাত দেখিয়ে ভারতের রাজ্য সরকার বাংলাদেশ থেকে রফতানি পণ্য না নেয়ায় বুধবার সকালে পুনরায় বেনাপোল বন্দর দিয়ে আমদানি বাণিজ্য বন্ধ করে দিয়েছেন বাংলাদেশী রফতানিকারকরা। করোনা প্রাদুর্ভাবের জন্য বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে ভারতের সাথে প্রায় আড়াই মাস আমদানি-রফতানি বন্ধ থাকার পর গত ৭ জুন শুরু হয়েছিল এ পথে ভারতীয় পণ্যের আমদানি বাণিজ্য।

ভারতের রাজ্য সরকার করোনাভাইরাসের নিরাপত্তাজনিত কারণ দেখিয়ে তিন মাস ১০ দিন বাংলাদেশের সাথে রফতানি বাণিজ্য বন্ধ রেখেছে। বেনাপোল বন্দর দিয়ে রফতানি বাণিজ্য বন্ধ থাকায় প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকার বাণিজ্য ঘাটতি হয়েছে বলে জানায় কাস্টমস সূত্র।

রফতানি বাণিজ্য চালু করার জন্য কাস্টমস, বন্দর, মালিক অ্যাসোসিয়েশন, স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন মিলে নো ম্যান্স ল্যান্ড এলাকায় ভারিতীয় ব্যবসায়ীদের সাথে কয়েক দফায় বৈঠক করলেও চালু করতে পারেনি এ রফতার্নি বাণিজ্য।

রফতানিকারক আমিনুল হক আনু জানান, বেনাপোল বন্দর দিয়ে দীর্ঘদিন পর আমদানি বাণিজ্য চালু হয় জুন মাতসের ৭ তারিখে। ভারত আমদানি চালু করলেও করোনার অজুহাত দেখিয়ে তারা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশ থেকে কোনো পণ্য নিচ্ছে না। বাংলাদেশ থেকে রফতানি পণ্য না নেয়ার কাররণে আজ বুধবার সকাল থেকে বেনাপোল বন্দর দিয়ে আমদানি বাণিজ্য বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে রফতানি পণ্য না নিলে আমদানি বাণিজ্যও চালু করতে দেয়া হবে না।

বেনাপোল বন্দরের ডেপুটি পরিচালক মামুন তরফদার জানান, আজ সকাল থেকে আমদানি বন্ধ করে দেয়ায় জটিলতার সৃস্টি হয়েছে। বেনাপোল বন্দর দিয়ে প্রতিদিন ১৫০ থেকে ২০০ ট্রাক পণ্য রফতানি হয়ে থাকে।

বেনাপোল কাস্টমসের কার্গো অফিসোর নাসিদুল হক জানান, বাংলাদেশী রফতানি পণ্যের বড় বাজার প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম ভারত। দেশে স্থলপথে যে রফতানি বাণিজ্য হয় যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ হওয়ায় তার ৭০ শতাংশ হয়ে থাকে বেনাপোল বন্দর দিয়েই। প্রতিবছর এ বন্দর দিয়ে প্রায় আট হাজার কোটি টাকা মূল্যের নয় হাজার মেট্রিক টন পণ্য ভারতে রফতানি হয়। করোনাভাইরাসের কারণে ভারত সরকার গত ২২ মার্চ থেকে স্থলপথে আমদানি-রফতানি বাণিজ্য বন্ধ রেখেছে। ৭ জুন ভারতীয় পণ্যের আমদানি বাণিজ্য শুরু হলেও বাংলাদেশী পণ্যের রফতানি বাণিজ্য এখনো বন্ধ রয়েছে। নিরাপত্তাজনিত কারণ দেখিয়ে ভারতীয়রা এই মুহূর্তে রফতানি পণ্য নিতে চাচ্ছে না। তিন মাস ১০ দিন রফতানি বন্ধ থাকায় বাণিজ্য ঘাটতি হয়েছে আড়াই হাজার কোটি টাকা।

অন্যদিকে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানার ঠাকুরপুর সীমান্তের কাছ থেকে দুজন বাংলাদেশীকে গুরুতর জখম অবস্থায় উদ্ধার করেছে স্থানীয় গ্রামবাসী। গত শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে গুরুতর জখম ওই দুই বাংলাদেশীকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এর আগে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে তাদেরকে উদ্ধার করা হয়। আহত দুজনের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক গতকালই তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন।

ঠাকুরপুর গ্রামের বাবু মিয়া ও কদম আলী শুক্রবার বিকেলের দিকে কোনো একসময় ভারতে গেলে তাদেরকে বেদম প্রহার করে বাংলাদেশী সীমানার অভ্যন্তরে ফেলে রেখে যাওয়া হয়।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. মাহবুর রহামান বলেন, ‘দুজনের শরীরেই পিটিয়ে জখম ও ধারালো কোনো বস্তু বা ছুরি জাতীয় অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। দুজনের মধ্যে কদমের অবস্থা অশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। এ ছাড়া বাবু মিয়াকে হাসপাতালের পুরুষ সার্জারি ওয়ার্ডে ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে।’

উল্লেখ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে প্রতিনিয়তই বাংলাদেশী মুসলিমদের নির্মমভাবে হত্যা করছে ভারতীয় সীমান্তসন্ত্রাসী বাহিনী। অন্যায় এই সীমান্তহত্যাকাণ্ডের ব্যাপারেও আজ পর্যন্ত কঠোর কোনো ব্যবস্থা নেয়নি ভারতের গোলাম আওয়ামী সরকার। আওয়ামী সরকারের কারণেই অন্যান্য দেশের সাথে মুশরিক ভারত যে আচরণ করতে কল্পনাও করতে পারেনা বাংলাদেশের সাথে তা করছে ভাত মাছের মতোই। বাংলাদেশী মানুষদের অনেকটা পাখির মতোই হত্যা করে আসছে মালাউন সীমান্তসন্ত্রাসীরা।

কাশ্মীর

ভারতীয় মালাউন বাহিনীর উপর কাশ্মীরি মুজাহিদদের ধারাবাহিক হামলা, এবারের হামলায় হতাহত ১০ এর অধিক হিন্দুত্ববাদী সেনা

জুলুমের পাল্টা জবাব দিতে শুরু করেছেন কাশ্মীরি মুজাহিদগণ। একের পর এক হামলা করে যাচ্ছেন ভারতীয় মালাউন সন্ত্রাসী সেনাদের উপর। এবার কাশ্মীরের শ্রীনগর জেলায় মালাউন বাহিনীর উপর গুলি চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। গত বুধবার (১জুলাই) সকালে সেন্ট্রাল রিসার্ভ পুলিশ ফরসের পেট্রলিং পার্টির উপর মুজাহিদদের চালানো এই হামলায় ভারতীয় মুশরিক বাহিনীর ২ সিআরপিএফ সদস্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে ৩ এরও অধিক মুশরিক সৈন্য।

এর একদিন পর পূনরায় মুজাহিদদের সাথে যুদ্ধ শুরু হয় ভারতীয় দখলদার মুশরিক বাহিনীর। এসময় মুজাহিদদের হামলায় ১ মুশরিক সৈন্য নিহত হওয়ার পাশাপাশি আহত হয়েছে আরো কতক মুশরিক সৈন্য। এর আগে গত সপ্তাহের ২৭ জুন আল-কায়েদা কাশ্মীর ভিত্তিক শাখা আনসার গাজওয়াতুল হিন্দ এর মুজাহিদদের একটি সফল হামলায় ভারতীয় মুশরিক সিআরপিএফ এর দুই সৈন্য নিহত এবং আরো ২ সেনা আহত হয়েছিল।

পাকিস্তান

পাকিস্তানে সরকারি মুরতাদ বাহিনীর উপর মুজাহিদদের ৫ টি হামলা, এক গোয়েন্দাসহ হতাহত কতক সন্ত্রাসী সেনা

ব্রিটিশদের থেকে মুক্তি পাওয়ার পর পাকিস্তানে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা হবে, এটাই ছিলো পাকিস্তান রাষ্ট্রের মূলভিত্তি। কিন্তু, দেশটির মুনাফিক গাদ্দার শাসকগোষ্ঠী আজও অবধি পাকিস্তানকে কুফুরি আইন দ্বারা শাসন করছে। পাশাপাশি মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কাফের-মুশরিকদের সাহায্য করছে। আফগানিস্তানের সাধারণ মুসলিমদের উপর নির্বিচারে বোমাবর্ষণ করতে আমেরিকাকে সর্বদা সাহায্য করেছে পাকিস্তানের মুরতাদ সরকার। এছাড়া, পাকিস্তানের অভ্যন্তরে মুসলিমদের উত্থানকে দমন করতে নির্মম নির্যাতন চালাচ্ছে এই পাকিস্তানী সরকার ও তার গোলাম বাহিনী। তাই এ মুরতাদ সরকারের পতন ঘটিয়ে পাকিস্তানে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যুদ্ধ করে যাচ্ছেন পাকিস্তান ভিত্তিক জিহাদী সংগঠনগুলো।

এর মধ্যে অন্যতম জিহাদী তানযিম তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান এর জানবায মুজাহিদগণ গত সপ্তাহে মুরতাদ পাকিস্তানী সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রায় ৩টি অভিযান পরিচালনা করেছেন, অপরদিকে তেহরিকে তালেবানেরই অঙ্গসংগঠন হিসাবে পরিচিত হিজবুল আহরার এর মুজাহিদিনও ২টি অভিযান পরিচালনা করেছেন। উমর মিডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত এক সংবাদ থেকে জানা গেছে, গত ২৮ জুন পাকিস্তানের বাজুর এজেন্সীর এনায়েত নামক এলাকায় বাদশাহ মুহাম্মাদ আরিফ নামক এক মুরতাদকে টার্গেট করে সফল হামলা চালিয়েছেন তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান এর জানবায মুজাহিদগণ। তেহরিকে তালেবান (টিটিপি) এর গোয়েন্দা সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, উক্ত সফল হামলায় টার্গেটকৃত মুরতাদ গুপ্তচর ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, উক্ত হামলায় নিহত মুরতাদ সদস্য আমেরিকান গোলাম পাকিস্তানি এজেন্সিগুলোর গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ট ছিল এবং তাদের জন্য মুজাহিদদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি করতো।

এর আগে গত ২৬ জুন বাজুর এজেন্সীর মীর-আলী এলাকায় তেহরিকে তালেবানের স্নাইপার গ্রুপের মুজাহিদদের সফল হামলায় নিহত হয় আরেক পাকিস্তানি মুরতাদ সেনা। অপরদিকে গত ২৫ জুন দিবাগত রাতে পাকিস্তানের বাজোর এজেন্সীর সীমান্তবর্তী এলাকায় তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) এর জানবায মুজাহিদদের একটি ঘাঁটিতে অতর্কিত হামলা চালায় পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনী।

এসময় পাকিস্তানী বাহিনীর সাথে তীব্র লড়াই শুরু হয় ঘাঁটিতে অবস্থানরত মুজাহিদদের। মুজাহিদদের জবাবি হামলায় হতাহত হয় কতক পাকিস্তানী সৈন্য। ঐদিন রাত আড়াইটার দিকে মুজাহিদদের ঘাঁটিটিতে হামলা চালায় সন্ত্রাসী পাকিস্তানী সৈন্যরা। এদিকে ঘাঁটিতে অবস্থানরত মুজাহিদদের সাহায্যের জন্য আসা টিটিপির অন্য একটি বেসের সাথেও ঘাঁটির বাহিরে তীব্র লড়াই শুরু হয় পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর। যার ফলে ঘাঁটিতে থাকা মুজাহিদগণ নিজেদেরকে অতি সহজেই মুরতাদ বাহিনী থেকে নিরাপদ করতে সক্ষম হন। কিন্তু ঘাঁটির বাহিরে সাহায্যকারী মুজাহিদ টিমটির সাথে তখনও তীব্র লড়াই চলতে থাকে। এক পর্যায়ে দু'জন মুজাহিদ শাহাদাতবরণ করেন। তবে মুজাহিদদের তীব্র হামলার ফলে মুরতাদ বাহিনী যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়, এবং কতক সৈন্য হতাহতের শিকার হয়। মুজাহিদদের দিক থেকে শাহাদাতবরণকারীরা হলেন, শহীদ ইসহাক ওরফে আসাদুল্লাহ ও শহিদ আবদুল্লাহ। যারা উভয়েই ছিলেন সোয়াত অঞ্চলের বাসিন্দা।

অপরদিকে গত রবিবারে পাকিস্তানের কোয়াটা জেলার হাঙ্গু রোড এলাকায় হিজবুল আহরার এর টার্গেট কিলার জানবায মুজাহিদিন একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন। উক্ত অভিযানের মাধ্যমে মুজাহিদগণ পাকিস্তানি মুরতাদ বাহিনীর সিটিডি করম এজেন্সির কর্মচারী সিটিডি অফিসার ওয়াজির খানকে গুলি করে হত্যা করেন আলহামদুলিল্লাহ।

সিরিয়া

শামে রাশিয়া-ইরান ও নুসাইরী শীয়াদের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন আল কায়েদার মুজাহিদীন, ভুপাতিত করলেন শীয়াদের স্কাউটিং বিমান

শত বাধা প্রতিবন্ধকতা আর নিন্দুকদের নিন্দার পরোয়া না করে বরকতময়ী শামের জিহাদী ভূমিতে নিজেদের অবস্থান মজবুত করে চলছেন আল-কায়েদা শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন। গত সপ্তাহে তানযিম হুররাস আদ-দ্বীনের নেতৃত্বাধীন ফাসবুতু অপারেশন রুমের মুজাহিদগণ ইদলিব, লাতাকিয়া ও আলেপ্পোতে কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে ৩টি স্নাইপার হামলা ও ৪টি মর্টার ও ২টি মিসাইল হামলা চালিয়েছেন। মুজাহিদদের এসকল হামলায় হতাহত হয়েছে কতক মুরতাদ সৈন্য।

অপরদিকে গত ২৬ জুন ইদলিবের মারাত আন-নোমান এলাকায় দখলদার ইরানি শিয়া মুরতাদ বাহিনীর একটি স্কাউটিং বিমান গুলি করে ভূপাতিত করেছেন আল-কায়েদার মুজাহিদিন। এছাড়াও মুজাহিদগণ বর্তমানে জাবাল আয-যাওয়্যাহ্ এলাকায় দখলদার রাশিয়া-ইরান ও নুসাইরী মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।

খোরাসান

খোরাসানে মুরতাদ কাবুল বাহিনী থেকে সামরিক হেডকোয়ার্টার ও ঘাঁটি দখল করে নিলেন মুজাহিদগণ,লাভ করলেন অসংখ্য গনিমত

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান এর জানবায তালিবান মুজাহিদিন মুরতাদ কাবুল বাহিনীর বিরুদ্ধে হামলা অব্যাহত রেখেছেন। গত সপ্তাহজুড়ে কয়েক শতাধিক অভিযান পরিচালনা করেছেন তালিবান মুজাহিদিন। এর আগে কাবুলের অহংকারী সরকার মুজাহিদগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার হুমকি দিয়েছিলো। তার পরিপ্রেক্ষিতে মুজাহিদগণ জবাবি হামলা চালাচ্ছেন। তালিবানদের মিডিয়া বিভাগের একজন কর্মী যুবায়ের তার ব্যাক্তিগত পোশ্তুভাষী চ্যানেলে মুজাহিদদের এসকল অভিযানের কিছু কিছু সংবাদ প্রকাশ করেছেন। তাঁর ব্যক্তিগত চ্যানেল থেকে জানা গেছে, গত সপ্তাহে তালিবান মুজাহিদগণ মুরতাদ কাবুল সরকারের সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে যেসকল অভিযান পরিচালনা করেছেন, এর মধ্যে মুজাহিদদের মাত্র ৪২টি অভিযানেই নিহত হয়েছে ২২৩ মুরতাদ সেনা ও পুলিশ সদস্য, আহত হয়েছে আরো অর্ধশতাধিক সেনা ও পুলিশ সদস্য। মুজাহিদদের প্রকাশিত এসকল অভিযানের সংবাদ থেকে আরো জানা গেছে যে, মুজাহিদগণ গত সপ্তাহে আফগান মুরতাদ বাহিনী থেকে ৩টি জেলা সামরিক হেডকোয়ার্টার ও ৫টি সামরিক ঘাঁটি বিজয় করেছেন, এছাড়াও ১৭টি চেকপোস্ট মুরতাদ বাহিনী থেকে মুক্ত করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ, মুজাহিদগণ তাদের প্রতিটি সফল অভিযান শেষে মুরতাদ কাবুল বাহিনী হতে প্রচুর পরিমাণ সামরিকযান ও যুদ্ধাস্ত্র গনিমতও লাভ করেছেন।

পূর্ব আফ্রিকা

পূর্ব আফ্রিকায় আল কায়েদা মুজাহিদগণের হামলায় উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও কমান্ডার নিহতসহ আহত অনেক কুফফার সেনা, শরয়ী আইনে চলছে শাসন

পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক আল কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন গত সপ্তাহে সোমালিয়া জুড়ে দখলদার ক্রুসেডার বাহিনীর ও সোমালিয় মুরতাদ সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রায় ১১টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। মুজাহিদদের পরিচালিত এসকল সফল হামলার মাত্র ৫ টিতেই নিহত হয়েছে ৩ উচ্চপদস্থ কমান্ডার ও ১ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাসহ ১৪ মুরতাদ ও ক্রুসেডার সৈন্য। আহত হয়েছে আরো ১১ মুরতাদ ও ক্রুসেডার সৈন্য। এছাড়াও সোমালিয় মুরতাদ বাহিনী ত্যাগ করে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের নিকট আত্মসমর্পণ করেছেন বুরুন্ডিয়ান ২ সেনাসহ সর্বমোট ৫ সেনা সদস্য। অপরদিকে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত ইসলামি ইমারতের শরয়ী আদালত গত সপ্তাহে দুটি বিচারকার্য সম্পন্ন করেছেন। এর মধ্যে গত ২৫শে জুন মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণাধীন বাইবুকুল রাজ্যের ইসলামি আদালতে সোমালিয় সরকারি বাহিনীর ২ সদস্যের ইরতিদাদ(মুরতাদ) প্রমাণিত হলে ইসলামি আদালত শর'য়ি বিধান অনুযায়ী তাদের উপর রিদ্দার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করার নির্দেশ জারি করেন।অতঃপর ২৬ জুন রাজ্যের বুফালাই শহরে উক্ত ২ মুরতাদের উপর হদের বিধান কার্যকর করেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এমনিভাবে জালাজদুদ প্রদেশের একটি ইসলামি আদালতও সকল সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে ২ চোরের ব্যাপারে রায় শুনিয়েছেন। ওই দুই চোর জাল'আদ শহরের একটি দোকানে চুরি করেছিলো। উক্ত চোরদের ব্যাপারে ইসলামি আদালতের রায় জারি হওয়ার পর আইলবুর শহরে তাদের উপর চুরির শাস্তি কার্যকর করেন মুজাহিদগণ।

পশ্চিম আফ্রিকায় মুজাহিদদের বিরুদ্ধে বিশাল জোট বেধে যুদ্ধ করছে ক্রুসেডার ফ্রান্স, মুজাহিদগণের অনড় অবস্থান

মালির মুরতাদ সামরিক বাহিনী তাদের এক বিবৃতিতে জানিয়েছে যে, পশ্চিম আফ্রিকা ভিত্তিক আল-কায়েদা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিম এর জানবায মুজাহিদদের একটি হামলায় তাদের ৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে এবং ৪ সৈন্য আহত হয়েছে। আফ্রিকার দেশটির মুরতাদ সামরিক বাহিনীর বরাতে জানা গেছে, ২৮ জুন সকাল বেলায় বুর্কিনা ফাসোর সীমান্তের কুরু জেলার দিনানাগো গ্রামে এই হামলাটি চালিয়েছিলেন আল-কায়েদা যোদ্ধারা।

গত দুই সপ্তাহ পূর্বে একই এলাকায় মুজাহিদদের সাথে আরেকটি লড়াই হয়েছিল দেশটির মুরতাদ বাহিনীর। তখনও মুজাহিদদের হামলায় ২৬ সৈন্য নিহত হয়েছিল, আহত হয়েছিল আরো অনেক সৈন্য।

এদিকে আল-জাযায়েরে গত ২৮ জুন দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা শাখা "একিউআইএম" এর জানবায মুজাহিদিন। দেশটির "মাদিয়াহ" রাজ্যে আল-কায়েদা মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় এক কর্নেলসহ আরো এক মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে। আফ্রিকা ভিত্তিক "হারাক" সংবাদ মাধ্যম জানায়, মুজাহিদদের উক্ত হামলায় নিহত সৈন্যরা হল নাকিব বিন ইসমাঈল (কর্নেল) ও খালেদ জাকারিয়া। এদিকে আমরা বিগত বুলেটিনে জানিয়েছিলাম যে, গত ১১ জুন মালি ও বুর্কিনা-ফাসোর পার্শ্ববর্তী দেশ আইভরিকোস্টের উত্তরের সীমান্ত চৌকিতে একটি সফল হামলা চালিয়েছেন জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের মুজাহিদিন। যাতে ১১ সৈন্য নিহত ও ৭ সৈন্য আহত হবার কথা বলা হয়েছে। সর্বশেষ রিপোর্ট অনুযায়ী মুজাহিদদের উক্ত হামলায় নিহত হয়েছে আইভরিকোস্টের ১৯ সৈন্য, আহত হয়েছে আরো ১১ এরও অধিক সেনা।

অপরদিকে জামাআত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন এর জানবাজ মুজাহিদদের বিরুদ্ধে মালিতে যুদ্ধ করে যাচ্ছে ২টি দেশ ও জাতিসংঘের ২৬ হাজার ২০০ দখলদার ক্রুসেডার সৈন্য। সেই সংখ্যা এখন আরো বৃদ্ধি করতে চায় ক্রুসেডার বিশ্ব। "এনওআরএস" এর প্রকাশিত এক রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, মালিতে আল-কায়েদার মুজাহিদদের বিরুদ্ধে পূর্ব থেকেই যুদ্ধ করে আসছে ক্রুসেডার ফ্রান্সের ৫১০০ সৈন্য, ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনীর ১১০০ সৈন্য এবং জাতিসংঘ নামক কুফফার সংঘের ১৫ হাজার ক্রুসেডার সৈন্য। আর জাতিসংঘের অধীনে এই যুদ্ধে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে ৯ শতাধিক বাংলাদেশী সৈন্যও! এছাড়াও রয়েছে কানাডা, ব্রিটেন, জার্মানিসহ ইউরোপিয় আরো অনেকগুলো দেশের কয়েক হাজার সৈন্য। রয়েছে আফ্রিকান ইউনিয়ন, অ্যামিসোমাসহ আরো কয়েকটি জোটের হাজার হাজার সৈন্য। দেশটিতে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে এতো বিপুল সংখ্যক দখলদার ক্রুসেডার সৈন্য এবং স্বদেশীয় মুরতাদ সামরিক বাহিনী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আরো হাজার হাজার সৈন্য বৃদ্ধি করতে যাচ্ছে ক্রুসেডার বিশ্ব। যার নেতৃত্ব দিচ্ছে ক্রুসেডার ফ্রান্স।

ইতোমধ্যে ব্রিটেন জানিয়েছে যে, তারা চলতি সপ্তাহে দেশটিতে ২৫০ (আড়াইশো) সেনা প্রেরণ করবে এবং ধীরে ধীরে এই সংখ্যা বৃদ্ধি করবে। এছাড়াও গ্রীসসহ ইউরোপীয় আরো অনেকগুলো দেশ নতুন করে এই যুদ্ধে তাদের সেনা প্রেরণ করার কথাও জানিয়েছে। এদিকে মুসলিম দেশগুলোর ক্ষমতার আসনে বসে থাকা তুরস্ক, সৌদি-আরব, মিসর, আরব আমিরাতসহ আরো কয়েকটি রাষ্ট্রও চলতি মাসের শুরুর দিকে জানিয়েছে, তারা এই যুদ্ধে ক্রুসেডার বাহিনীকে অর্থ-সম্পদ ও সামরিক দিক থেকে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সহায়তা করবে।

এদিকে "আফ্রিকা ইনফো" জানিয়েছে, গত ২০ জুন "G5" জোট এর আফ্রিকার সদস্য দেশগুলো নিয়ে একটি বৈঠক করেছে ক্রুসেডার ফ্রান্স। এই জোটে ৫টি দেশ থাকলেও নতুন করে এই জোটে অংশগ্রহণ করেছে আরো ১১টি ইউরোপিয় ক্রুসেডার রাষ্ট্র। G5 জোটের কনফারেন্সে আফ্রিকার ৫টি দেশের শাসক ও সামরিক বাহিনীর প্রধানরাসহ নতুন যুক্ত হওয়া ১১টি ইউরোপিয় ক্রুসেডার দেশের প্রতিনিধিরাও অংশগ্রহণ করেছিলো। তাছাড়াও "ভিডিও কনফারেন্স" এর মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানটিতে অংশগ্রহণ করেছে আফ্রিকার আরো কয়েকটি দেশের সেনা প্রধান, জেনারেল ও কর্নেলরাও।

ঐ কনফারেন্সের আলোচ্য বিষয় ছিলো, পশ্চিম আফ্রিকায় আল-কায়েদার বিজয় অভিযান যেকোনো মূল্যে প্রতিহত করা, এই লক্ষ্যে এখানে আরো অধিক পরিমাণে সেনা সমাবেশ ঘটানো এবং সৈন্যদেরকে বিজয়ের মিথ্যা স্বপ্ন দেখিয়ে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করা। যাতে চলতি মাসেই নতুন আরো ৩ হাজার সৈন্যকে এই যুদ্ধে নামানো যায়। উল্লেখ্য যে, আফ্রিকান ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী চলতি মাসের শুরু হতে এখন পর্যন্ত শুধু মালিতে আল-কায়েদা যোদ্ধাদের বিভিন্ন অপারেশনে প্রায় ৫ শতাধিক কুফফার সৈন্য মারা গেছে, যা ২০১৩ সালের পর সবচাইতে বেশি নিহত সৈন্যের তালিকায় রয়েছে।

এদিকে আল-কায়েদার মুজাহিদগণ ২০১৩ সালের ন্যায় পুনরায় মালির রাজধানী "বামাকো" বিজয়ের লক্ষ্যে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। আল-কায়েদা মুজাহিদগণ পাহাড়ি এলাকা থেকে বেরিয়ে এখন বড় বড় শহরগুলোর দিকে অগ্রসর হচ্ছেন এবং বড় ধরনের অভিযানও পরিচালনা করে আসছেন। মুজাহিদদের এই অগ্রযাত্রা আর বিজয় অভিযানগুলো ইউরোপিয় ক্রুসেডার ও আফ্রিকান কুফ্ফার দেশগুলোর জন্য আতংকের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর সেই আতংক থেকেই কুফ্ফার রাষ্ট্রগুলো কিছুদিন পরপরই বৈঠকে বসছে এবং এই অঞ্চলে সেনা সমাবেশ করতে বিভিন্ন চুক্তি করছে। কুফ্ফার বাহিনীর সকল চক্রান্তই মহান রবের কৌশলের সামনে ব্যর্থতায় রূপ নিবে, এবং পরিশেষে বিজয়ের হাসি মুজাহিদ মুসলিম উম্মাহই হাসবে, বিইযনিল্লাহ।